পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)

ই নিউজ

বর্ষ: ১২ | সংখ্যা: ১২০

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পদক্ষেপ এর বিজনেস প্ল্যান ও জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সমগ্র দেশব্যপী সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সাল থেকে কাজ করে আসছে। সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল (সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ ও অর্থায়ন সহযোগিতা) এর আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও সঞ্চয়, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠির মধ্যে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

পদক্ষেপ এর উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলোকে গতিশীল করার লক্ষ্যে "বিজনেস প্ল্যান ২০২২-২০২৩ পর্যালোচনা, অগ্রগতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা" অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ ঢাকার মোহাম্মদপুর রিং রোডস্থ টোকিও স্কয়ার কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত দুইদিন ব্যাপী কর্মশালাটি পদক্ষেপ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম সিদ্দীক প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট মহোদয় ৩ বছর পর সকলে একত্রিত হতে পেরে আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করেন এবং ৬ মাসে দ্বিগুন প্রোফিট অর্জিত হওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ভাল সদস্য নির্বাচনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, পদক্ষেপ এর জন্ম প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সুতরাং প্রকল্পগুলোকে প্রোগ্রামের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। লীপ কর্মসূচি শুরু হয়েছে শুধুমাত্র প্রোডাক্ট বিক্রির উদ্দেশ্যে নয়, মার্কেটিং নেটওয়ার্ক তৈরি করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি প্রত্যেক ব্রাঞ্চে কমপক্ষে ২ জন নারী কর্মী পদায়নের উপর জোর দেন। সর্বশেষে তিনি সকলকে মূল্যবোধ জাগ্রত-করণের মাধ্যমে সততার সাথে কাজ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠ এবং প্রয়াত সহকর্মী, সদস্য ও সংস্থার শুভাকাঙ্খীদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালনের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করা হয়। কর্মশালায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস এর সূচনা বক্তব্যে বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমরা সফলভাবে ৩ বছর অতিক্রম করতে পেরেছি সে জন্য সকলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, সংস্থার কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৫টি জোন, ৬০টি এরিয়া ও ৩২৭টি ব্রাঞ্চ এবং ২৬টি প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং একই সাথে সহকর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, ঋণস্থিতি বৃদ্ধির সাথে সাথে ভাল ঋণস্থিতি ও সংস্থার নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি এবং কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং ও সুপারভিশন এর উপর সকলকে সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে এবং ডিজিটাল মনিটরিং ও সুপারভিশন পদ্ধতি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কর্মশালায় সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক তার বক্তব্যে অটোমেশন বাস্তবায়ন এবং সংস্থাকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্র্যান্ডিং করার লক্ষ্যে সংস্থার নতুন মূল্যবোধসমূহকে গুরুত্ব সহকারে ধারণ ও প্রচার করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কর্মশালার ওয়ার্কিং সেশনে পদক্ষেপ এর ভিশন, মিশন, ট্যাগলাইন, মূল্যবোধ, রি-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম ও প্রোগ্রাম, প্রকল্প, কর্মসূচি পরিচিতি এবং বিজনেস প্ল্যান ২০২২-২০২৩ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। সবশেষে পরিচালক মহোদয় আগামীতে পদক্ষেপ এর অগ্রযাত্রা ও সফলতা উদযাপন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং কার্যক্রম পরিচালনার উপর তার তাৎক্ষণিক ছন্দে লেখা একটি মূলমন্ত্র সবার উদ্দেশ্যে পাঠ করে শোনান এবং এটি সকলকে আত্মস্থ ও হৃদয়ে ধারণ করতে বলেন- "ডিজিটালাইজেশনের সাথে করবো সঠিক যাচাই, কমাবো বকেয়া আর বাড়াবো সঞ্চয়; সাথে আছে লীপ প্রোগ্রাম ও কর্মজীবি সমবায়, নিশ্চিত করবে যে আমাদের জয়।"

কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মো: সাইয়েদুল ইসলাম, অর্থ ও হিসাব বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মো: সামছুজ্জামান, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মুহাম্মদ সরওয়ার মৃধা, প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দিক ও আনিস হোসেন চৌধুরী, লীপ কর্মসূচির যুগ্ম পরিচালক ইঞ্জি: মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান এবং সিনিয়র সহকারী ও সহকারী পরিচালকবৃন্দ, মাঠ পর্যায়ের জোনাল, এরিয়া, ব্রাঞ্চ ও প্রজেক্ট ম্যানেজারবৃন্দ'সহ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

প্রথম দিনের ওয়ার্কিং সেশনে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সদস্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া, সঞ্চয়, মনিটরিং ও সুপারভিশন, বকেয়া আদায় সংক্রান্ত কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট মডারেটরগণ। পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার উপর গ্রুপ ওয়ার্ক করার জন্য অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। সকল অংশগ্রহণকারীকে আবশ্যিকভাবে দলীয় কাজে স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণে আহবান এবং দলভিত্তিক কাজ মূল বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেন। কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা শেষে দলীয় উপস্থাপনায় আগামীতে কিভাবে আরও কার্যকরভাবে সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় তার জন্য দলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, সমস্যা ও তার সমাধানের সুপারিশ ও মতামতগুলো পোস্টার/ভিপকার্ড এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় এবং বিষয়গুলোর উপর মতামত ও আলোচনা করা হয়। সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল এর প্রয়োজনীয়তা, সমস্যা ও তার উত্তোরণ, স্টক ব্যবস্থাপনা এবং কর্মসূচি সম্প্রসারণে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন যুগ্ম পরিচালক ইঞ্জি: মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান। প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব ফাডিং ট্রেড, বাজার ব্যবস্থাপনা, মার্কেট লিংকেজ এবং প্রকল্পের বেস্ট প্র্যাকটিস সমূহের উপর আলোচনা করেন যুগ্ম পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দীক। অটোমেশন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা, সমস্যা ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চত-করণের উপর আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট মডারেটর। এছাড়াও কর্মশালায় সংস্থাকে ডিজিটালাইজড করার জন্য আরও কি কি প্রযুক্তি সংযোজন করা যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদ সদস্য প্রফেসর ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, প্রফেসর ড. মাহবুবর রহমান, আনোয়ারা শরমিন ও নাহিদ আক্তার বক্তব্য রাখেন। কর্মশালার পর্যালোচনা, অগ্রগতি ও পরিকল্পনা শেষে দেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুই দিনের কর্মশালাটি শেষ হয়।

অমর একুশে মহান ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও অবিনাশী চেতনার ৭১ বছর পালন করলো পদক্ষেপ

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের গর্ব, আমাদের অস্তিত্বের এক অপরিহার্য অংশ। মাতৃভাষার প্রতি সম্মান জানানোর বিশেষ অনুপ্রেরণার উৎস এখন ২১ ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। পূর্ণ হলো মাতৃভাষা আন্দোলনের ৭১ বছর। বাঙালির ভাষা-চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে একই দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পালিত হয়েছে ইউনেস্কো ঘোষিত 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে'। ১৯৫২ সালের এই দিনে মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষায় বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করেছিল বাঙালিরা। সংগ্রামী ছাত্রদের রক্তে রাজপথ ভেসে গিয়েছিল। একুশের সেই রক্তবীজ বোনা হয়েছিল বাংলার প্রতিটি ঘরে। বায়ান্ন'র উর্বর বীজ থেকেই ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম, ভাষা-কেন্দ্রিক জাতি রাষ্ট্র পাওয়া। বাঙালি'র এর চেয়ে বড় কোনও অর্জন নেই। মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মাতৃভাষা বাংলা, সবই আমরা পেয়েছি আমাদের ত্যাগের বিনিময়ে। ভালোবাসার নিগড়ে বাঁধা এই দেশ আর ভাষা মূর্ত্য করেছে আমাদের প্রাণে। আজ সেই অবিনাশী চেতনায় নতুন করে উদ্ভাসিত হওয়ার দিন। নিজেকে ফিরে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। মায়ের ভাষার ও নিজস্ব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার বিশেষ দিবস। সমাজের সকল অন্যায়, অসাম্য, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা রুখে দিয়ে শহিদদের স্বপ্নের দেশ গড়ার শপথ নেওয়ার দিন। আজ সর্বত্রই বাজবে সেই বেদনা সঙ্গীত "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"।

২১ ফেব্রুয়ারি "শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে পদক্ষেপ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। এরমধ্যে ভোরে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউলাহ্ মহোদয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে যুক্ত হয়ে পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে সকল ব্রাঞ্চ, এরিয়া ও জোন কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ের শহীদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। এছাড়া পদক্ষেপ এর সকল কার্যালয় ভবনগুলোতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঠিক নিয়ম, রং ও মাপে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং কালো পতাকা উত্তোলন, সংস্থার ওয়েব সাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং স্থানীয় ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে রাষ্ট্রীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ ইত্যাদি পালন করে।

প্রথম বারের মতো বসন্ত উৎসব পালন করলো পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ষড় ঋতু দেশ। নানা রূপে নানা রঙ্গে আবর্তিত হয় একে একে ছয়টি ঋতু। আর এই ছয় ঋতু আসে ছয় রকমের বৈচিত্র্য নিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের উপলক্ষ হয়ে। এরমধ্যে বসন্ত উৎসব বাঙালীর কাছে অত্যন্ত আনন্দময় একটি উৎসব। বসন্ত আসেই যেন বাঙ্গালীর হৃদয়ে অকারণ খুশির দোলা দিতে। যেদিকে চোখ যায়, যেন রঙের রায়টি। একদিকে গোধূলি রাঙ্গা পলাশ, অন্য দিকে রক্তলাল কৃষ্ণচূড়া। দক্ষিণের জানালা খুললেই মিষ্টি বাতাস আর সারাদিন নরম কুসুম রোদ। পাতাঝরা শুষ্ক শীতের শেষে আসে রঙে রঙিন বসন্ত। চারদিকে নতুন পাতা আর ফুলের সমাহার। বাংলার ছেলে-বুড়ো সবার প্রিয় ঋতুরাজ বসন্ত। বসন্ত বারবার নানা রঙে ও নানা রূপে ফুটে উঠেছে হাজারও কবির কবিতায়, শিল্পীর তুলির আঁচড়ে। কখনও বন্দনা বসন্তের বাতাসের, তো কখনও আরাধনা বসন্তের ফুলের সুবাসের। এই নির্মম ইট পাথরের শহরেও মাঝেমধ্যেই শোনা যায় কোনো এক গাছের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা কোকিলের কুহু ডাক। বসন্তই তো ফাগুনের রঙে রাঙিয়ে ওঠার দারুণ উপলক্ষ। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের সূচনা হয় এমনই এক ঋতুতে, কবি গুরুর ভাষায় 'অলক্ষ্য রঙে'র ছোঁয়ায় অকারণের সুখে' ভরে ওঠে। তেমনই এক বসন্ত উৎসবে প্রথম বারের মতো মেতে ছিল 'পদক্ষেপ পরিবার'।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের রঙ্গিন পোশাকে মুখরিত হয়ে উঠে ছিল বসন্ত উৎসব। সংস্থার নির্বাহী পর্ষদ সদস্য'সহ নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সকল পর্যায়ে কর্মীদের একই সাথে বসন্তের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ায়, পরিণত হয়েছিল অন্যরকম এক মিলন মেলায়। অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের আগমনে পেয়েছিল নতুন মাত্রা। বসন্ত বরণে সারা বিকেলজুড়ে চলে সুরের মূর্ছনা সাথে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন ও ছবি তোলার হিড়িক। সকলের মাঝে ছিল প্রাণ উচ্ছল আনন্দ। সারাদিন কর্ম ব্যস্তার মাঝে জীবন কাটলেও বসন্ত উৎসব যেন সকলের মাঝে তৈরী করে ছিল প্রাণের স্পন্দন, হাপিয়ে ওঠা কর্মময় জীবনে একটু প্রশান্তির ছোঁয়া যা সকলের মন থেকে ক্লান্তি দূর করে আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ করার শক্তি যোগাবে। চিত্তের মধ্যে সজীবতার স্পর্শ নিয়ে আসবে এই বসন্ত উৎসব।

আরএমটিপি প্রকল্পের মৎস্যচাষ/ইকুট্যুরিজম নৌকা সজ্জিতকরণ কার্যক্রম

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগীতায় রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প এর আওতায় মৎস্যজীবিদের বিকল্প কর্মসংস্থান মৎস্যচাষ/ইকুট্যুরিজম কার্যক্রমের আওতায় অনুদান প্রদান। টুঙ্গিপাড়া উপজেলার উলপুর গ্রামের কালিদাস বিশ্বাস পিতা: গৌরচন্দ্র বিশ্বাস এবং মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস পিতা: মনমত বিশ্বাসকে নির্বাচিত করে তাদের নৌকা সজ্জিতকরণে দশ হাজার টাকা করে এ অনুদান দেয়া হয়। এই অনুদানের টাকা দিয়ে তারা নৌকার কাঠে রং, কাপড়ের পাল, বসার বেঞ্চ, ছাতা, গামছা'সহ প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করেন। প্রকল্প চলাকালিন সময় পর্যন্ত তারা অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত না হওয়া সাপেক্ষে এ অনুদান

গ্রহণে চুক্তিবদ্ধ হন। টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতার স্মৃতি বিজড়িত লঞ্চঘাটে উক্ত সদস্যবৃন্দ তাদের নৌকা চলাচলের মাধ্যমে আয় করে জীবণ ধারণের সুযোগ সৃষ্টি করবেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: রফিকুল ইসলাম, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: শফিকুল ইসলাম'সহ সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া। তিনি সদস্যের নৌকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং সদস্য লাভবান হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্মৃতি বিজড়িত এই স্থানটিতে এ সেবা দিতে পেরে পদক্ষেপ পরিবার আনন্দিত বলে জানান।

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনে প্রোবায়োটিক ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগীতায় রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় গত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনে প্রোবায়োটিক এর ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়। এতে কাশিয়ানী উপজেলার পিংগলিয়া পোনা গ্রামের মো: আহসান হাবিব ও কোটালীপাড়া উপজেলার হিরণ মধ্যপাড়া গ্রামের মো: ঝন্টু সরদারকে নির্বাচিত করে প্রকল্পের আওতায় ২০ বিশ হাজার টাকা করে ৪০ হাজার টাকার অনুদান দেয়া হয়। অনুদানের টাকা দিয়ে তারা আংশিক মাছের পোনা, খাদ্য, চুন, প্রোবায়োটিক, ছোট এরেটর, ইমহফকোন, ব্লুনেট (বায়োসিকুরিটি), ব্যানার ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য খরচ করবেন। প্রকল্প চলাকালিন সময় পর্যন্ত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি না হওয়া শর্ত সাপেক্ষে এবং নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

উক্ত প্রদর্শনী সরবরাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাশিয়ানী ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ব্যবস্থাপক বিনয় মন্ডল, কোটালীপাড়া ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ব্যবস্থাপক মো: মোস্তফা কামাল, এভিসিএফ মো: মিঠুন বড়াল ও নাহিদ হাসান এবং স্থানীয় চাষীরা। প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনী বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া। তিনি বলেন, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এটি সাড়া ফেলবে এবং অনেক মৎস্যচাষী প্রোবায়োটিক ব্যবহারে উৎসাহিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন

"নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩' পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস উপ-প্রকল্পের মোহাম্মদপুর ও মিরপুর শাখার উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে 'পরিবেশ ক্লাব' এর আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে দিবসকে সামনে রেখে রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার উদ্যোক্তাদের নিয়ে কমিউনিটি সভার আয়োজন করা হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। দিবসটি উপলক্ষে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ, মজুদ, পরিবেশন, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং দেশে নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, ও ভেজাল খাবার গ্রহণে শরিরে যে সকল রোগ হতে পারে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রতিযোগিতামূলক কুইজ ও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়।

আরএমটিপি প্রকল্পের "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন

রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প এর আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রগুলো টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গোপালপুর গ্রামের লীড ফার্মার বিকাশ বাড়ৈ এর বাড়ী, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উলপুর গ্রামের লীড ফার্মার ও উপকরণ বিক্রেতা মো: আলামিন এর বাড়ী, কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামের লীড ফার্মার ও উপকরণ বিক্রেতা ফেরদৌসি আক্তার এর বাড়ী এবং গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের লীড ফার্মার গৌর চন্দ্র বিশ্বাস এর বাড়ীতে স্থাপন করা হয়েছে।

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগীতায় প্রত্যেক মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের আওতায় পানির গুনাগুন মাপার যন্ত্র যেমন-পিএইচ, এমোনিয়া, টিডিএস, এ্যালকালাইনিটি ইত্যাদি ও আসবাবপত্র যেমন-চেয়ার, টেবিল, কেবিনেট ইত্যাদি'সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচিত লিড ফার্মাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা প্রকল্পের কর্ম-এলাকার মৎস্য চাষীদের পুকুরের মাটি ও পানির পরিক্ষা'সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে দিতে পারে।

উপজেলাগুলোতে নির্বাচিত লিড ফার্মারগণ মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্রের আওতায় উপকরণসমূহ গ্রহণ করেন যা প্রকল্প চলাকালিন সময় পর্যন্ত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি না হওয়া শর্ত সাপেক্ষে এবং নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। উক্ত মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন ও সরবরাহ অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: রফিকুল ইসলাম, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: শফিকুল ইসলাম, আরএমটিপি প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া, গোপালগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নাসির উদ্দিন, কোটালীপাড়া ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোস্তফা কামাল, কোটালীপাড়া উপজেলার এভিসিএফ নাহিদ হাসান, টুঙ্গীপাড়া উপজেলার এভিসিএফ শহিদুল ইসলাম, কমিউনিটি ম্যানেজার গোলক বাবু, মা ফিশারী এ্যান্ড ট্রেডার্স এর সত্বাধীকারী মো: মুন্না, স্থানীয় চাষী সমীর বাড়ৈ, সৌমেন্দ্র নাথ বাইন প্রমুখ।

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি এবং অপারেশন সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদেরকে বুঝিয়ে দেন ও পরামর্শ প্রদান করেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া। তিনি আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, সফলভাবে এলাকার প্রতিটি মৎস্যচাষীর সম্যসা নিরূপন করে সমাধান করা হলে অনেক মৎস্যচাষী পানির পরীক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত হবে এবং মৎস্যচাষীরা লাভবান হবেন।

পিপিইপিপি প্রকল্পের আয়বর্ধনমুলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

পদক্ষেপ দেশের হাওর এলাকার সুবিধা বঞ্চিত অতিদরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এফসিডিও এর যৌথ অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কাজ করছে। পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্যে রয়েছে আয়বর্ধনমুলক, নিউট্রিশন, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, বিভিন্ন অনুদান ও সচেতনতামূলক সভা ইত্যাদি।

আয়বর্ধনমুলক কার্যক্রমের আওতায় অষ্টগ্রাম উপজেলার ৩টি ইউনিয়নে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'ছাগল পালন' বিষয়ক নিঃস্ব অতিদরিদ্র সদস্যের ১০ জনকে ২০টি, অগ্রসরমান অতিদরিদ্র ১০ জন সদস্যকে ৪০টি ছাগল বিতরণ করা হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারি 'রাজ হাঁস পালন' বিষয়ক অগ্রসরমান ৪ জন সদস্যের মাঝে ২০টি করে মোট ৮০টি রাজ হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে। এ সময় ছাগলের বাসস্থান, মাঁচা তৈরি এবং ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা থেকে উত্তরণ এবং হাঁসের ঘর তৈরি, প্রাথমিক পরিচর্যা ও হাঁসের খাবার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

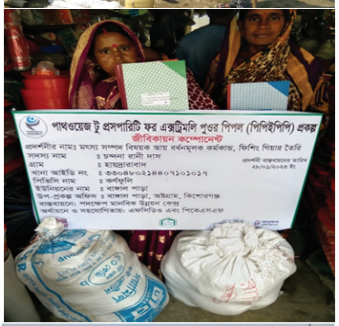

এছাড়া ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ফিশিং গিয়ার বিষয়ক উদ্যোক্তা তৈরি' বিষয়ক কার্যক্রমে নিঃস্ব অতিদরিদ্র ১৫ জন সদস্যকে ফিশিং গিয়ার তৈরির বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের 'গরু মোটাতাজাকরণ' বিষয়ক কর্মকাণ্ডের আওতায় ৫ জন সদস্যকে স্থানীয় গরুর হাট থেকে ৫টি ষাড় গরু ক্রয় করে সদস্যদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়। পাশাপাশি ২২ ফেব্রুয়ারি 'ঘাত সহনশীল /উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ' বিষয়ক নিঃস্ব অতিদরিদ্র সদস্যের ৩ জনকে, অগ্রসরমান অতিদরিদ্র ৪৩ জনকে ও ৩৮ জন প্রাগ্রসরমান সদস্যকে অনুদান হিসেবে বীজ, সার, কীটনাশক ও অনুখাদ্য যেমন-জিংক, বোরণ, সালফার ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শ্রমিক, নিড়ানী খরচ ও আগাছা দমন ইত্যাদি বিষয়ে নগদ অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। অনুদান অনুষ্ঠানে সার ও অনুখাদ্য প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা, কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অষ্টগ্রাম উপজেলার এরিয়া কোঅর্ডিনেটর মোঃ কামরুজ্জামান, কারিগরি কর্মকর্তা (জীবিকায়ন) মোঃ হাবিবুর রাহমান ও সুজন আহমেদ, সহকারি কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হক ও নিকাশ চন্দ্র সরকার, মনিটরিং অফিসার সোহেল রানা দিপু, মোঃ ইমদাদুল হক ও অমিত হাসান প্রমুখ।

এছাড়া পিপিইপিপি প্রকল্পের নিউট্রিশন কম্পোনেন্টের আওতায় গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অপুষ্ট (ম্যাম/স্যাম) শিশুর জন্য উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর সম্পূরক খাবার তৈরীর উপকরণ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু অপুষ্টিতে এবং রোগ সংক্রমণের প্রতি ঝুকিপুর্ণ যা শিশু মৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী। বিশেষ করে ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ শিশু মৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ। শিশুর অপুষ্টি ও মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ এর পিপিইপিপি প্রকল্পের অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে নিউট্রিশন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে এ মাসে পূর্ব অষ্টগ্রাম, কাস্তুল এবং বাঙালপাড়া ইউনিয়নের ২৬ জন অপুষ্ট (ম্যাম) শিশুর জন্য উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর সম্পূরক খাবার যেমন-পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়া তৈরীর উপকরণ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদানের পূর্বে মায়েদের মাঝে পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়ার রেসিপি ও রন্ধন প্রণালী শেখানো হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অষ্টগ্রাম এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মোঃ কামরুজ্জামান, কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রহমান, মো: মাঈন উদ্দিন ভূঁইয়া, সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা নিকাশ চন্দ্র সরকার ও তিন ইউনিয়নের সিএনএইসপিগন।

পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর প্রায় ৩০ লক্ষ শিশু পাঁচ বছর বয়স হওয়ার আগেই মারা যায় এবং এর প্রায় ৪৫% অপুষ্টির কারণে হয়ে থাকে। এরমধ্যে স্বাভাবিক শিশুদের থেকে তীব্রতম অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যুঝুঁকি ১২ গুণ বেশি। এর চারটি ধরণের মধ্যে একটি হচ্ছে কৃশকায় (ওয়াস্টিং)। কৃশকায় এর সবচেয়ে ক্ষতিকর ধরণ হলো তীব্র অপুষ্টি (স্যাম) যা শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। কৃশকায় শিশুরা তাদের উচ্চতার তুলনায় খুব বেশি শীর্ণ হয়ে থাকে, যার ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছরের কম বয়সী অন্তত ১ কোটি ৩৬ লাখ শিশু কৃশকায় অবস্থার শিকার, যার কারণে এই বয়সী শিশুদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন মারা যায়। কৃশকায় শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হচ্ছে সঠিক সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে না যাওয়া এবং সঠিক চিকিৎসা না করা। সঠিক সময়ে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ পিপিইপিপি প্রকল্পের নিউট্রিশন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে স্যাম শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় কাস্তুল ইউনিয়নের ২৪ মাস বয়সী রায়হান মিঞা এবং পূর্ব অষ্টগ্রাম ইউনিয়নের ২৪ মাস বয়সী আদিবা আক্তার এই দুইজন স্যাম শিশুকে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্যাম ইউনিটে ভর্তি করানো হয় এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সুস্থ্য হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে যায়। এদের যাতায়াত খরচ ও চিকিৎসা বাবদ ৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। এ সময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ ওমর খসরু এবং সহকারী সার্জন ডাক্তার মোঃ শরিফুল ইসলাম'সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পে কর্মক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির উপর প্রশিক্ষণ

‘‘বেঁচে থাকার জন্য আমরা চাই নিরাপদ খাবার” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ-প্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের আওতায় ‘কর্মক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির’ উপর ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর কর্ম-এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে ১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম) সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল “নিরাপদ খাদ্য, সুন্দর পরিবেশ, সুস্থ দেহ” এই বিষয়গুলোর উপর সকলকে সচেতন করার মাধ্যমে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের হোটেল/ রেস্টুরেন্ট এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে সচেতন করা।

পদক্ষেপ প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি হোটেল/রেস্টুরেন্ট এবং স্ট্রিট ফুড মালিকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও পোড়া তেলের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে এবং মানসম্মত খাদ্য তৈরি ও পরিবেশগত চর্চা বৃদ্ধির জন্য সকলকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণের শুরুতে সংস্থা ও প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি’সহ কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের মাঝে বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য ৩ ধরণের ডাস্টবিন, মাছ-মাংস এবং সবজি কাটার জন্য আলাদা চপিং বোর্ড ও ছুরি, ফাস্ট এইড বক্স, এপ্রোন এবং নিরাপদ খাবারের ১২টি মূলনীতি সংম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির ঢাকা এরিয়া ম্যানেজার মোঃ সানোয়ার কবির ও প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণটিতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমি কর, টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার ও একাউন্টস এ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম।

পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পের 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের আওতায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রংপুর সদরে ‘পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক’ ১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানো”।

এছাড়া প্রশিক্ষণটিতে পরিবেশ কি, পরিবেশের উপাদানগুলো কি কি, পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক আলোচনা এবং নিরাপদ কর্ম পরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি উদ্যোক্তারা যেন ব্যবসায়িক সকল কার্যক্রম মেনে পরিবেশকে ঠিক রেখে ব্যবসা পরিচালনা করেন সে বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন বক্তারা। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রফেসর আতিউর রহমান। প্রশিক্ষণে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ ইরফানুল বারী। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মোঃ মাজেদুল হক এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণে টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পের রপ্তানি বাজারে প্রবেশাধিকার শীর্ষক লিঙ্কেজ সভা

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রংপুর সদরে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পের রপ্তানি বাজার প্রবেশাধিকার শীর্ষক লিঙ্কেজ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সকলের সাথে পরিচিতি ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইরফানুল বারী সরকার। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রক দপ্তরের নির্বাহী অফিসার ও অফিস প্রধান মোঃ মাহবুবুর রহমান সাকিল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর পরিচালক মোঃ শাজাহান বাবু এবং রংপুরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইন্সট্রাকটর তপু চৌধুরী, জেডিপিসি সেন্টার ইনচার্জ মোঃ দিদারুল হক এবং পদক্ষেপ এর সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার ফকরুল আহম্মেদ। সভায় হস্তশিল্পে সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে নিয়মানুযায়ী সেবা প্রদানে এবং পণ্য বাজারজাতকরণ ও সিগনেচার পণ্যগুলোর বিক্রয় ও রপ্তানির জন্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন বক্তারা। ক্রম উন্নয়নশীল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দ্বারা পণ্য উন্নয়ন, যুগোপযোগী ও বহুমূখীকরণ এবং বাজার সুদৃঢ় এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বেগবান করার পাশাপাশি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সক্ষমতা অর্জন বা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য এবং সহায়তারও আশ্বাস প্রদান করে বক্তারা। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের মাঝে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্য ফরম বিতরণ করা হয়। এসময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম অবগত করার পাশাপাশি রপ্তানি বাজারে প্রবেশাধিকারে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নের উপর আলোকপাত করা হয়।

অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সভাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং সকলের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরত্বারোপ করে আগামী দিনগুলোতে আরও এধরণের লিঙ্কেজ সভা আয়োজনের সহযোগিতা কামনা করে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পদক্ষেপ এর RAISE প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে 'কুঠির' অতিক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ খাত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-২০১৭ অনুযায়ী দেশের মোট কর্মসংস্থানে এ খাতের অবদান প্রায় ৮৬ শতাংশ। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর সংক্রমণজনিত কারণে দেশের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ খাত হলো 'কুঠির' অতিক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ খাত। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উৎপাদন ও সেবাখাতে নিয়োজিত উদ্যোক্তার পাশাপাশি এই খাতে উদ্যোগে নিয়োজিত শ্রমিকরাও রয়েছে। তবে দেশের মোট কর্মসংস্থানে এ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও কর্মরত অধিকাংশই তরুণ-তরুণী অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ। যার ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত মজুরী এবং শোভন কাজ হতে বঞ্চিত। ছোট উদ্যোগকে লো-লেভেল টেকনোলজি ট্রাপ ও তরুণ-তরুণীদেরকে স্বল্পমজুরি চক্র হতে বের করে নিয়ে আসা, মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ ও কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন উপজেলার শহর ও উপ-শহর এলাকায় ৫ বছর মেয়াদি Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ।

প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত ছোট উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের শিক্ষানবিশি কর্মসূচির মাধ্যমে টেকসই কর্মে সম্পৃক্ত করছে। তরুণদের টেকনোলজি ট্রাপ ও স্বল্প মজুরীর চক্র হতে বের করে নিয়ে আসা এবং মর্যদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য পিকেএসএফ রেইজ প্রকল্পের আওতায় তরুণদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানসমৃদ্ধ কারিগরি দক্ষতা প্রদান করছে। এতে করে প্রশিক্ষিত তরুণদের কর্ম-পরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটছে যা সামগ্রিকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন ও নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান। প্রকল্পের চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশি কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় রেইজ প্রকল্পের "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে গত ২১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে "পদক্ষেপ ইনষ্টিটিউড অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম)"-এ ১টি এবং ১৫-১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে মিরপুর ব্রাঞ্চে ১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইডিএম-এ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণটি প্রকল্পের কর্ম-এলাকার মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাষ্টার ট্রেইনার হিসেবে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং মিরপুরে ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণটি কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/অগ্রসর রেইস সদস্যদের উদ্যোগ বা ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা ও সফলতা অর্জনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দুটিতে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সিনিয়র সহকারি পরিচালক ও অঞ্চল প্রধান (মধ্য উত্তর অঞ্চল) মোঃ আজিমুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। পিআইডিএম-এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির পরিচালক এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি মিরপুর ব্রাঞ্চে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক। এছাড়া প্রশিক্ষণগুলোতে সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার'সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণগুলো সঞ্চালনা করেন প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোছাঃ ফাহমিদা বেগম এবং সহযোগিতায় ছিলেন লাইফ স্কিল অফিসার রওশন আরা সিমু ও কেস ম্যানেজমেন্ট অফিসার মোঃ মাযহারুল ইসলাম।

পাশাপাশি রেইজ প্রকল্পের শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত বেকার তরুণ-তরুণীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানে যুক্ত করার লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর (মাস্টার ক্রাফট পার্সন) এর অধীনে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে ৬ মাস-ব্যাপী কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে যা আগামী জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো, দক্ষ ওস্তাদ নির্বাচনের মাধ্যমে রেইজ প্রকল্পের আওতায় নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ তরুণীদেরকে অনানুষ্ঠানিভাবে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান, শিক্ষানবিশদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থান/মুজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানে সর্ম্পৃক্ত করা।

পণ্যের লাইসেন্স নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তদের নিয়ে আলোচনা সভা

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস উপ-প্রকল্পের আওতায় পণ্যের লাইসেন্স নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে ১টি অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পণ্যের লাইসেন্স নিশ্চিতকরণের জন্য গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তদের নিয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। রংপুরে অবস্থিত ডিজাইন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্যে প্রকল্পের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'সহ ভোক্তা অধিকার, ভোক্তা সেবা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আলোচনা করেন টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। আলোচনার বিষয় বস্তু ছিলো- পণ্যের সনদপত্র কি, সনদপত্র কেন প্রয়োজন, কোন কোন ব্যবসার জন্য পণ্যের লাইসেন্স নিতে হয়, পণ্যের লাইসেন্স কি কাজে লাগে, পণ্যের লাইসেন্স করতে কি কি লাগে, পণ্যের লাইসেন্স করতে খরচ কত, একটি লাইসেন্স এর মেয়াদ কতদিন ও মেয়াদ শেষ হলে কি করতে হবে এবং পণ্যের লাইসেন্স কিভাবে ও কোথায় নবায়ন করতে হয়, টিন সার্টিফিকেট কি ইত্যাদি।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিএসটিআই এর সহকারী পরিচালক মো: জাহিদুর রহমান। তিনি পণ্যের লাইসেন্স নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাটি পরিচালনা ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রকল্পের ডকুমেন্টেশন ও মনিটরিং অফিসার মো: মোস্তাফিজার রহমান। সভায় সংশ্লিষ্ট জোন ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৮৩০ জন

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ম্যানেজার পদে মনোনীত ৭৮ জন ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট লিডারস প্রোগ্রামের আওতায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৮ জন কর্মীকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' বিষয়ে ও ৭ জন কর্মীকে 'দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে এবং প্রধান কার্যালয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও অর্থ ও হিসাব বিভাগের ২৮ জনকে 'সফটওয়্যারের আলোকে হিসাব ও নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বহিঃসংস্থা পিকেএসএফ কর্তৃক সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও রিজিয়নাল ম্যানেজার পদে ১ জনকে 'Leadership for Development Professionals' বিষয়ে ও সিনিয়র ম্যানেজার পদে ১ জনকে 'VAT and TAX' বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ১০৫২ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ'সহ ২২টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ১০৫২ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৫টি সভা, ১টি কর্মশালা, ১টি পরীক্ষা ও ১৩টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৩১২টি

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৩১২ জন গ্রাহককে ১.৩৭ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৭,৭৮৪ জন গ্রাহককে ৫০৫.৫২ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ২১৪ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট লিডারস প্রোগ্রামের ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে ৭ জন, অর্থ ও হিসাব বিভাগে ম্যানেজার পদে ১ জন, RAISE প্রজেক্টে সিএমও পদে ১ জন এবং পদক্ষেপ প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং-এ মেশিন অপারেটর পদে ১ জন ও সহকারী মেশিন অপারেটর পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১ ও সিএম-২ পদে ৪৮ জন, এসটিআই/এইচআইভি প্রোজেক্টে পিয়ার এডুকেটর পদে ১ জন, পিয়ন কাম ম্যাসেঞ্জার পদে ১ জন, পিপিইপিপি প্রজেক্টে সিএন এ্যান্ড এইচপি পদে ৪ জন, UPHCSDP-II প্রজেক্টে নেত্রকোনা নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে রিসিপসনিষ্ট পদে ১ জন এবং অফিস সহকারী পদে ভোলা সদর ব্রাঞ্চে ১ জন, কালকিনি ব্রাঞ্চে ১ জন ও বৈঠাকাটা ব্রাঞ্চে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে সিপিএফ হতে ৪৯ জন কর্মীকে ৭৯,৯৮,৪২৮/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৪৯ জন কর্মীকে ২,৮৩,০১৯/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৭৫ জনকে ২৪,০৪,১৯৩/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ১৬ জনকে ২,৩০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org